আমার চোখে ২০০২

ছাত্রছাত্রীদের নবজাগরণ উজ্জীবিত করে আমাকে

কে. জি. মুস্তাফা

দু'হাজার দুই সালের দিনগুলো কেমন কাটল, জানতে চেয়েছেন জনকণ্ঠের সহকারী সম্পাদক, শিশুসাহিত্যিক, ছড়াকার, সাহিত্যে একুশে পদক বিজয়ী এখলাসউদ্দিন। তাঁর টেলিফোন স্মরণ করিয়ে দিল বর্ষশেষ অত্যাসন্ন। তাই তো, দেখতে দেখতে দু'হাজার দুই সাল অতিক্রান্ত। দিনগুলো ভাল কেটেছে, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। বছরের প্রথম দিকে স্ত্রী সাবেরা মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে গেলেন। ডায়াবেটিক শক। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমার চক্ষু অপারেশন। গ্লোকোমা এবং ক্যাটারাক্ট। প্রায় তিন মাস বসে থাকতে হলো। ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য বিশ্বকাপ ফুটবল দেখেছি। বলতে গেলে ঘরের কাছে বিশ্বকাপ। চোখ বন্ধ করে থাকি কি করে, মন ভরে গেল কোরিয়া আর সেনেগালের খেলা দেখে।

এই সবকিছুর পাশাপাশি চলেছে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী অপতৎপরতা, এবং বিদেশে একক সুপার পাওয়ারের দাপট। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত। সরকারের নির্বাচনী জোটে ঐক্যবদ্ধ চারটি দল-বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট ও বিজেপি। তারা সংসদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন লাভ করেছে। ফলে তারা কাউকে পরোয়া করে না; এমনকি মানবাধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদিকেও নয়। বিরোধী আওয়ামী লীগ কিছুদিন সংসদের বাইরে থেকে তাদের বিরুদ্ধে সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়েছে; প্রতিবাদ জানিয়েছে সংখ্যালঘু, নারী, শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধেও।

সাংবাদিক সমাজও বিক্ষোভ করেছে তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগে। গ্রেফতার হয়েছেন সাংবাদিক, আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, শিল্প-সাহিত্য কর্মী। জনপ্রিয় পত্রিকা জনকণ্ঠ সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মোটরসাইকেল আরোহীরা সন্ত্রাসী কায়দায় উৎপাত করেছে। চট্টগ্রামের প্রবীণ অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী হত্যা একটি 'জঘন্যতম' হিংসাত্মক ঘটনা।

সরকার পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে সফলকাম হতে না পেরে অবশেষে সেনাবাহিনীকে তলব করে গঠন করে যৌথ বাহিনী। অপারেশন ক্লিনহার্ট চলছে আজ দু'মাস যাবত। কিন্তু সে অপারেশনও জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে কি? ধৃত অপরাধীদের হার্ট এ্যাটাকের কেস বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ কাস্টডিতে মৃত্যুর সংখ্যা দেখে স্তম্ভিত। কিছুসংখ্যক দাগী আসামী ও পরাক্রমশালী সন্ত্রাসীকে আটক করা সম্ভব হলেও তাদের দু-একজন কাস্টডিতে নিহত হওয়ায় তাদের অপরাধের বিস্তারিত কাহিনী চাপা পড়েই থাকছে।

দু'হাজার দুই সালের বোমা হামলার মধ্যে সাতক্ষীরার দু'টি এবং ময়মনসিংহের চারটি মোটিভের দিক থেকে প্রায় এক প্রকার। সাতক্ষীরায় টার্গেট ছিল সিনেমা এবং সার্কাসের দর্শকরা, যারা বিনোদন পছন্দ করে। দেশের একশ্রেণীর মৌলবাদী ঐ জাতীয় বিনোদনকে অনইসলামিক গণ্য করে। ময়মনসিংহের বোমা হামলার ঘটনাও ছিল চারটি সিনেমা হলকে ঘিরে। একটি হলে প্রদর্শিত সিনেমার নামই ছিল 'বোমা হামলা'। সাতক্ষীরায় মারা গেছেন মাত্র একজন, কিন্তু আহত হয়েছেন বহুসংখ্যক। ময়মনসিংহে নিহত হয়েছেন ১৮ জন, আহত বহুসংখ্যক। ঈদের সময়কার সিনেমাতে নাচ-গান বেশি থাকে এবং ঐ জাতীয় সিনেমার বিরুদ্ধেই মৌলবাদীদের আক্রোশ বেশি।

যৌথ অভিযানে যাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে তাদের মধ্যে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের কর্মী অনেক, কিন্তু জামায়াতের কর্মী খুবই কম। এই বৈষম্য অনেকের চোখে পড়েছে। আবার দেখা গেছে, আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। যেমন তোফায়েল আহমদ, শেখ সেলিম, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, সাবের হোসেন চৌধুরী, মুকুল বোস, শফিউদ্দিন আহমদ। তাঁদের মধ্যে শেখ সেলিম এবং মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে মুক্তি দেয়ার পর পুনরায় আটক করা হয়নি। বাকি সকলকেই গ্রেফতার করা হয়েছে দ্বিতীয় দফায়। সাংবাদিক-সাহিত্যিক শাহরিয়ার কবিরকে দু'বার গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, সাংবাদিক এনামুল হক চৌধুরী ও সালিম সামাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনামুল হক বাসস ও খণ্ডকালীন রয়টার্সে কাজ করতেন। সালিম সামাদ ব্রিটেনের চ্যানেল ফোর প্রাইভেট টিভির দু'জন সাংবাদিককে অনুবাদে সাহায্য করেছেন। সামাদকে জামিনে মুক্তি দেয়ার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে এক মাসের আটকাদেশ দেয়া হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস বাহাউদ্দিন নাছিমকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করে এখন কারাগারেই রাখা হয়েছে।

দেশের গণ্যমান্য বুদ্ধিজীবীরা এঁদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজও তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে বার বার সাংবাদিক সম্মেলন করছে, বিবৃতি দিচ্ছে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার হঠাৎ একদিন শহীদ মিনার অবরোধ করে ফেলে। বিক্ষুব্ধ শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক তথা সমগ্র দেশবাসী এই অবরোধ প্রত্যাহারের দাবি জানায়। অবরোধ অকার্যকর করার জন্য বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ শহীদ মিনারে এক সমাবেশ আহ্বান করে। সরকার সমাবেশ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে তাদের অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। প্রতিরোধ না করলে এদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা শক্ত।

বছরের অন্যতম সেরা ঘটনাটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর পুলিশের নির্লজ্জ হামলা, তাও আবার গভীর রাতে। গত ২৩ জুলাই ঘটে এই ঘটনাটি। গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে ঢুকে ছাত্রীদের টেনে-হিঁচড়ে বাইরে এনে বেধড়ক পিটুনি দিয়ে গাড়িতে তুলে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের আর্তচিৎকারে অন্যান্য হলের ছেলে ও মেয়েরা বাইরে এসে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় স্লোগান দিতে থাকেন। পরদিন সকালে ছাত্র, শিক্ষক, জনতা, হলের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, অন্যান্য পেশার মানুষ সমবেত হতে থাকেন ক্যাম্পাসে। ছাত্র আন্দোলন এক নতুন বিশাল মাত্রা লাভ করে। উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহ বন্ধ ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীরা অনশন ধর্মঘট করেন। ক্যাম্পাস পুলিশ-বিডিআর দখল করে নিলে অনশনরত ছাত্রছাত্রীরা আশ্রয় নেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। পার্শ্ববর্তী বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা আগে থেকেই আন্দোলন করছিলেন। তাঁদের একজন ছাত্রী সাবেকুন্নাহার সনি জুন মাসে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে নিহত হন। সেই নিহত ছাত্রীর বিষয় সুরাহা করতে তাঁরাও আন্দোলন আরম্ভ করেন।

দেশের পেশাজীবী সংগঠনসমূহ ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের পক্ষে রাস্তায় নামে। শেষ পর্যন্ত বিতর্কিত উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সরকার নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন শামসুন্নাহার হলে পুলিশের প্রবেশ ও ছাত্রী নির্যাতনের ব্যাপারে উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও পুলিশকে দায়ী করে। আনোয়ারউল্লাহর অপসারণে অনশনরত ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের অনশন প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। তাঁদের শরবত পান করান একদা প্রখ্যাত ছাত্রনেতা আবদুল মতিন এবং অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলো খুলে দিলে ছাত্রছাত্রীরা আবার ক্যাম্পাস মুখরিত করে তোলেন তাঁদের পদচারণায়। ছাত্রছাত্রীদের সফল আন্দোলন আমাকে উজ্জীবিত করে এখনও।

অপারেশন ক্লিনহার্ট এখনও চলছে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মহাসচিব আইরিন খান ঢাকায় দ্বিতীয়বার এসে কাস্টডিতে নিহত কেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।